সংবাদ

5 JUN 2003

একটি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র

দোষখের মধ্যে ঘোড়ার ডিমের পরীক্ষা

পর্যাপ্ত লাইট নেই, ফ্যান নেই, দিনের বেলায় মোমবাতি জ্বেলে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার্থীরা

রাশেদ মেহেদী ঃ সাদা রঙের ইউনিফরম পরা রুমানা পরীক্ষাশেষে বের হচ্ছে কেন্দ্র থেকে। চোখে মুখে চিকচিক করছে ঘাম। ভিজে প্রায় জবজবে হয়ে গেছে পরিধেয় বস্ত্র। দু'হাতে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে কেন্দ্রের গেটে আসতেই অপেক্ষমান বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, কিরে পরীক্ষা কেমন হলো! রুমানা বিরক্তি ভরা কণ্ঠে উত্তর 'দোযখের মধ্যে ঘোড়ার ডিমের পরীক্ষা!

নগরীতে গতকাল একটি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে অভিভাবকদের ভিড় –সংবাদ

শুধু রুমানা নয়, রুমানার মতো প্রায় ৫শ' ছাত্রছাত্রী গত পাঁচ দিন ধরে প্রায় আলো বাতাসহীন পরিবেশে গরমে সিদ্ধ হয়ে ঘামে ভিজে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে রাজধানীর অভ্যন্তরেই একটি কেন্দ্রে। কেন্দ্রটির নাম ড. শহীদুল্লাহ কলেজ কেন্দ্র। পুরনো ঢাকার বকশী বাজারে অবস্থিত কেন্দ্রটি। অভিভাবক আর ছাত্রছাত্রীদের মুখে এই কেন্দ্রের দুর্বিষহ পরিবেশের কথা শুনে বুধবার কেন্দ্রটি সরজমিনে ঘুরে দেখতে গেলে শ্বাসরুদ্ধকর এই চিত্র পাওয়া যায়।

দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে রিকশা থেকে বকশী বাজারে কেন্দ্রের সামনে নেমে দেখা গেল সরু রাস্তার দু'পাশে গাদাগাদি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে শত শত অভিভাবক। কলেজের উলটো পাশে বড় মাঠ। মাঠের প্রায় অর্ধেক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি ক্যাব আর প্রাইভেট কার। মাঠের গেট থেকে সামান্য জায়গা জুড়ে ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক ব্লেডের সৌজন্যে

কেন্দ্র ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

কেন্দ্র ঃ পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তুত করা হাউনি। তবে ক্রোন বসার ব্যবস্থার না থাকায় খুব কম সংখ্যক অপেক্ষমান অভিভাবক এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। সামনের রাস্তায় একেবারেই সরু ফুটপাতে খুব সামান্য জায়গা জুড়ে ঢাকা-৮ আসনের এমপি নাসির উদ্দিন পিন্টুর সৌজন্যে নির্মিত হয়েছে অরেকটি ছাউনি। তবে এখানে ও বসার ব্যবস্থা নেই। পা ভাঙা নড়বড়ে একটা মাত্র ছোট বেঞ্চ, বেঞ্চটি ছিল ফাঁকা। অভিভাবকরা মাঠের কোণায়, ফুটপাতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অভিভাবকদের ভিড় ঠেলে রাস্তা পার হয়ে কলেজ গেটে আসলে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল পুলিশ। সাংবাদিক পরিচয় দিলে স্মিত হাসো জানালেন, ভাই এখন ঢুকতে দেয়া যাবে না। কেন্দ্র সচিবের অনুমতির ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, ভাই শেষ সময়, পরীক্ষা শেষ হলেই ঢোকেন।

এবার রাস্তার অভিভাবকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষা। ঈষৎ কালো মেঘের আবরণে সূর্যের তেজ না থাকলেও ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছেন সবাই। কেউ রুমাল দিয়ে, কেউ কেউ সদ্য পাঠ করা খবরের কাগজ ছিঁড়ে মাঝেমধ্যে ঘাম মুছে নিচ্ছেন। এই ফাঁকে আলাপ হলো কয়েকজনের সঙ্গে। শহীদুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক জানালেন, ভাই বাইরেই গরমে এই অবস্থা, ভেতরে কি হচ্ছে চিন্তা করতে পারেন। বড় রুমে মাত্র দু'টো ফ্যান. সারা রুম জুড়ে একটা মাত্র বাল্ব, ছেলেমেয়েরা যে কিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে কল্পনাও করতে পারবেন না। ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষার মাঝখানে কারেন্ট চলে গেল। সে কি অবস্থা। ভেতর থেকে ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে, আমরা বাইরে থেকে কিছু করতেও পারছি না। প্রায় আধঘণ্টা ভারেন্ট ছিল না. ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাত তুলে বসে ছিল ছাত্রছাত্রীরা। এরপর দিন থেকে কেন্দ্রে ঢোকার সময় মোম আর দিয়াশলাই দিয়ে দেই। ঘামে ভিজুক, অন্তত যেন একটু আলোতে লিখতে পারে। আরও কয়েকজন অভিভাবক এসে সমস্বরে অভিযোগ জানালেন, কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। পর্যাপ্ত লাইট, ফ্যানের কোন ব্যবস্থাই করছেন না, তিনি।

এরমধ্যে শেষঘণ্টা পড়ল। ছাত্রছাত্রীরা বের হচ্ছে হুড়মুড় করে। প্রায় প্রত্যেকের শরীর ঘামে ভেজা। দু'একজনের কাছে ভেতরের পরিস্থিতি জানতে চাইলে বলল, ভেতরে যান, দেখে আসেন কোন যন্ত্রণার মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় একটু কমলে কেন্দ্রে প্রবেশ করে দোতলা-তিনতলায় ঘুরে যা দেখা গেল তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। কক্ষের সামনে একেবারেই পর্যাপ্ত আলো নেই। তিনতলায় একেবারে ঢুকতেই যে কক্ষটি তা বেশ সুপরিসর। ৫০ জন ছাত্রের সিট এই রুমে। রুমে ফ্যান মাত্র তিনটি। সামনের দিকে একটি মাত্র বাল্ব জ্বলছে, সে আলোতেই সামনের বেঞ্চে বসে খাতার হিসাব মিলতে ব্যস্ত দু'জন পরিদর্শক। তিনতলায় প্রায় ছয়-সাতটি কক্ষ। ভেতরের দিকের কক্ষগুলোর অবস্থা আরও করুণ। ভেতরের একটি কক্ষে দেখা গেল মাত্র দু'টি ফ্যান, দু'টি বাল্ব। কিন্তু দুই বাল্বের আলোয় বড় কক্ষটির সামনে পেছনের মাত্র দু'টি অংশ আলোকিত। মাঝে এবং দু'পাশ একেবারেই অন্ধকার। কক্ষের জানালা খুব ছোট, এই জানালায় আলো, বাতাস প্রবেশ করাও খুবই কষ্টসাধ্য এই আলোতে পরীক্ষা দেয়ার বিষয়টি খুব যে কষ্টকর- তা যে কেউ বুঝবে। দোতালার কক্ষগুলোরও অবস্থা একই তবে চারতলার কক্ষগুলোতে আলো বাতাস মোটামুটি ছিল। চারতলার একটি কক্ষেই শুধু চারটি ফ্যান দেখা গেছে। ২য় ও ৩য় তলার কক্ষগুলোতে কয়েকটি বেঞ্চে মোমবাতির অবশিষ্টাংশও চোখে পড়ল। অর্থাৎ মাঝেমধ্যেই শিক্ষার্থীদের মোম জ্বালিয়ে পরীক্ষা দেয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হচ্ছে। এই কেন্দ্রটি ড. শহীদুল্লাহ কলেজ ও নবকুমার ইনস্টিটিউট সমন্বয়ে। পুরো কেন্দ্র জুড়েই একই চিত্র। দোতলায় যে টয়লেট তার অবস্থাও করুণ। পাশাপাশি দুটো টয়লেটই ছিল অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময়।

একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের এই দুরবস্থার ব্যাপারে জানতে চাইলে কেন্দ্র সচিব ও ড. শহীদুল্লাহ কলেজের অধ্যক্ষ চৌধুরী সাহিদ হোসেন রেগে যান। রাগান্বিত কণ্ঠে তার মন্তব্য এমনিতেই কেন্দ্র চালাতে পারছিনা, কেন্দ্র রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, তার ওপর সাংবাদিকদের লাইট-ফ্যান নিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে না। তিনি তা না জানিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য এ প্রতিবেদকের কাছে কৈফিয়ত চান এবং কিছুটা অশোভন আচরণ করেন। পরীক্ষা শেষ হলে অন্য সবার মতো কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে এই প্রতিবেদক এ কথা জানালে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের আমি কেয়ারই অ্যালাই করি না। এর আগেও এক ফটোসাংবাদিক ছবি তুলতে চেয়ে ছিল, আমি সোজা না করে দিয়েছি। অবশ্য কক্ষ থেকে বের হয়ে আসার সময় তিনি বললেন কেন্দ্র চালানো নিয়ে খুবই সমস্যায় আছি, ভোল্ট মাইন্ড।